নাম: মো: আলমগীর মোল্লা

জন্ম তারিখ: ১ জানুয়ারি, ০০০১

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৮ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা: ব্যবসায়ী (চায়ের দোকান),
শাহাদাতের স্থান : শ্যামলী সিটি কেয়ার হাসপাতাল, শ্যামলী, ঢাকা

শহীদের জীবনী

বাগেরহাট সদরের ভৈরব নদের কাছে মুনিগঞ্জ ব্রিজ পার হয়ে বেমরতা ইউনিয়নের গোপাল কাঠি গ্রামের মৃত কালাম মোল্লা (৭৫) ও মিনারা বেগমের (৬৫) বড় সন্তান শহীদ আলমগীর মোল্লা (৪২)।তিনি প্রায় আট বছর আগে ঢাকায় চলে আসেন।স্থানীয় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হুমকিতে আর জীবন জীবিকার তাগিদে বাধ্য হয়ে স্বপরিবারে পুত্র সন্তান, স্ত্রী ও মা-বাবাকে নিয়ে রাজধানীতে পাড়ি জমান।মেরুল বাড্ডায় চায়ের দোকান দিয়ে সংসার চালাতেন।

পারিবারিক জীবন

শহীদ আলমগীর মোল্লার পিতা পেশায় কৃষক এবং মা গৃহিণী ছিলেন।তাঁর স্ত্রী মুরশিদা বেগমও (৩০) একজন গৃহিণী।তাঁর আরো চার ভাই বোন রয়েছে।রেবা বেগম, শিউলি বেগম, শেফালী বেগম ও মামুন মোল্লা।শহীদ আলমগীর মোল্লার তিন ছেলে মেয়ের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ পুত্র মো: সাগর মোল্লা (২১)।সে ঢাকা তেজগাঁও পলিটেকনিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী ছিল।কিন্তু টাকার অভাবে ফরম পূরণ করতে না পারায় এইচ এস সি পরীক্ষা দিতে পারেনি।বাবা শহীদ হবার পর ইজিবাইক চালিয়ে সংসারের হাল ধরেছে।দ্বিতীয় কন্যা আশা আক্তার (১৮) বিবাহিত এবং কনিষ্ঠ পুত্র রাইফ হাসান হৃদয় (৭) স্থানীয় হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।শহীদ আলমগীর মোল্লার স্ত্রী কনিষ্ঠ পুত্রকে সাথে নিয়ে আপাতত নেত্রকোনায় অবস্থান করছেন।

ঘটনার বিবরণ

আলমগীর মোল্লা ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের পতন আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঢাকার রাজপথে সক্রিয় ছিলেন।গত ৫ আগস্টও তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান মিছিলে অংশ নেন।মিছিলটি দুপুর ১২ টার দিকে মেরুল বাড্ডা থানার সামনে এসে পৌঁছালে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়।এতে আলমগীর মোল্লা গুলিবিদ্ধ হন।তার কোমরের কাছে গুলি লাগে।গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়।কিন্তু সেখানে চিকিৎসা মেলেনি।পরে তাকে বেসরকারি শ্যামলী সিটি কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আলমগীরের শরীরে গত ৭ আগস্ট বিকেলে অস্ত্রোপচার করে দুটি বুলেট বের করেন চিকিৎসক।কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।গত ৮ আগস্ট রাত ১২ টা ৫ মিনিটে শাহাদাতের সুধা পান করে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন।

জানাযা ও দাফন

পরে ভোরে অ্যাম্বুলেন্স যোগে শহীদের মরদেহ বাগেরহাট গোপালকাঠি গ্রামে আনা হলে এক হৃদয় বিদারক ঘটনার সৃষ্টি হয়।আত্মীয়-স্বজন পাড়া প্রতিবেশি সবার চোখেই ছিল অশ্রু।বিকেলে স্থানীয় ঈদগাহ মাঠে হাজারো মুসল্লির উপস্থিতিতে নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে শহীদ আলমগীর মোল্লাকে অন্তিম শয়ানে শায়িত করা হয়।পরিবারটি এখনও কোন সরকারি সাহায্য পায়নি।তবে জামায়াতে ইসলামী থেকে নগদ ২ লাখ টাকা, আল-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন ১ লাখ টাকা ও বাগেরহাট পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক শেখ ওমর আলি মুন্না নগদ ৩০ হাজার টাকা এবং বাগেরহাট সদরের সাবেক এমপি এম এ এইচ সেলিম ১ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদের বোন শেফালি বেগম (২৮) জানান, তার ভাই খুবই সাহসী ছিলেন।সব সময়ই বিএনপির মিছিল মিটিংয়ে অংশ নেয়ায় বাগেরহাটের আওয়ামীলীগের গুণ্ডারা তাকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করে।শেষপর্যন্ত তার ভাই ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন আন্দোলনে অংশ নিয়ে শহীদ হন।তিনি তার ভাইয়ের পরিবারের জন্যে সরকারের কাছে সহযোগিতা কামনা করেন।

শহীদ আলমগীর মোল্লার নিকটতম প্রতিবেশী চাচা মনিরুজ্জামান (৫৫) জানান, আলমগীর দুঃসাহসী ছিলো।সে দেশের জন্যে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। আলমগীর খুব মানবিক ছিল।সে কারও সাথেই ঝগড়া বিবাদ করতো না।শহীদের জ্যৈষ্ঠ পুত্র মোঃ সাগর মোল্লা সরকারের কাছে গোপালকাঠি সড়কটিকে তার বাবা শহীদ আলমগীর মোল্লার নামে নামকরণের দাবি জানায়।

প্রস্তাবনা

১।শহীদ পরিবারের নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা।
২।শহীদ আলমগীরের পড়ুয়া দুই সন্তানের লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ নিশ্চিত করা।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্যাবলি
নাম : আলমগীর মোল্লা
পেশা : ব্যবসায়ী (চায়ের দোকান)
স্থায়ী ঠিকানা : ভৈরব নদের কাছে মুনিগঞ্জ ব্রিজ, গ্রাম: গোপাল কাঠি, ইউনিয়ন : বেমরতা, বাগেরহাট
বর্তমান ঠিকানা : মেরুল বাড্ডা , থানা: বাড্ডা, ঢাকা
পরিবারের তথ্য : পিতা: মৃত কালাম মোল্লা (৭৫)

মাতা : মিনারা বেগমের, পেশা: গৃহিণী,বয়স: ৬৫ বছর
ছেলে-মেয়ে : ৩ জন
১. মো: সাগর মোল্লা (২১), ছাত্র
২. আশা আক্তার (১৮) বিবাহিত
৩. রাইফ হাসান হৃদয় (৭), মাদ্রাসার শিক্ষার্থী
ভাই-বোন : ৪ জন
১. রেবা বেগম
২. শিউলি বেগম
৩. শেফালী বেগম
৪. মামুন মোল্লা
ঘটনার স্থান : মেরুল বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা
আক্রমণকারী : পুলিশ
আহত হওয়ার সময় : ৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১২টা
আঘাতের ধরন : কোমরের কাছে গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান : ৮ আগস্ট ২০২৪, রাত ১২টা ৫ মিনিট, শ্যামলী সিটি কেয়ার হাসপাতাল, শ্যামলী, ঢাকা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান : পারিবারিক কবরস্থান, গোলাপকাঠি, বেমরতা, বাগেরহাট